মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাসিক বুলেটিন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যাঃ ৩২ | বর্ষঃ তৃতীয় | আগস্ট ২০০৭

ঢাকায় টিডিজেসিক ইনজেকশন ও ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চলের কর্মকর্তারা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২০ আগস্ট ২০০৭ তারিখে ঢাকার সূত্রাপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪০০ এ্যাম্পুল টিডিজেসিক ইনজেকশন উদ্ধার করে। ঘটনার সময় মোঃ এজমুল হক (৪৫) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত আসামীকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, আটককৃত টিডিজেসিক ইনজেকশনসমূহ ভারত থেকে দিনাজপুর হিলি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়। এছাড়া অধিদপ্তরের ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের কর্মকর্তারা গত ১৫ আগস্ট ২০০৭ তারিখে গুলশান ১ নং এ্যাভিনিউর মজিবুর রহমানের তারের দোকানের সামনের রাস্তা থেকে ১০৭ টি ইয়াবা ট্যাবলেটসহ সোহেল (৩৫) এবং মোসাম্মদ নুর নাহার (২৪) নামে দুইজনকে গ্রেফতার করে। এসময় তাদের কাছ থেকে ইয়াবা বিক্রয়লব্ধ নগদ ১৬,০০০/- টাকা ও ২ টি মোবাইল সেট উদ্ধার করে। পরবর্তীতে ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চলের কর্মকর্তারা ২৭ আগস্ট ২০০৭ তারিখে বাড্ডা থানাধীন জ/৮৪, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা থেকে মোঃ হেলাল উদ্দিন ওরফে শিহাব এর বাসায় অভিযান চালিয়ে ৩০০ টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে। তাছাড়া তার বাসায় তল্লাশী চালিয়ে কর্মকর্তারা ১ টি পাসপোর্ট ও ইয়াবা ট্যাবলেট প্যাকেট করার একটি মেশিন উদ্ধার করে। মামলার আসামী শিহাব পলাতক রয়েছে।

UNODC-ROSA H 60 প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর মিঃ রাজিব ওয়ালিয়ার উপস্থিতিতে গত ৭ আগস্ট ২০০৭ তারিখ ১২.৩০ ঘটিকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর এক পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোহাম্মদ আবদুল হামিদ।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ মাদকবিরোধী প্রচারাভিযানের উপর গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা মাঠ পর্যায়ে নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ জুলাই/০৭ মাসে মোট ৫৩৩ টি নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আয়োজন করে। জুলাই/০৭ মাসের নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. মাইকিং কর্মসূচী- ১৩ টি।
২. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ২ টি।
৩. মাদকবিরোধী আলোচনা সভা- ৪৪৪ টি।
৪. অভিযানকালে গণসচেতনতা কার্যক্রম- ৫৮ টি।
৫. পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচী- ৬ টি।
৬. সেমিনার/ওয়ার্কশপ- ৯ টি।
৭. অন্যান্য কর্মসূচী- ১ টি।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

জুলাই/০৭ মাসে সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহে ৪০২ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। এর মধ্যে অন্তঃ বিভাগে ২০০ জন এবং বহিঃ বিভাগে ২০২ জন চিকিৎসা সেবা, পরামর্শ ও ফলোআপ সেবা প্রাপ্ত হয়। জুলাই/০৭ মাসে নিরাময় কেন্দ্রভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	অন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৬২	১১৮	১৮০	৮৬	৯৪
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	৪	৬	১০	১০	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	-	-	-	-	-
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	-	-	-	-	-
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	২	৩৯	৪১	২২	১৯
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	৪৫	১০	৫৫	১৪	৪১
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৮৭	২৯	১১৬	২৯	৮৭
মোট	২০০	২০২	৪০২	১৬১	২৪১

সম্পাদকের কথা

চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে

বর্তমানে বাংলাদেশে যেসমস্ত সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান তার মধ্যে মাদকাসক্তি অন্যতম। দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি এইচআইভি/এইডসমুক্ত দেশ গড়ার জন্য মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে হবে। আর যেন কেউ নতুন করে মাদকাসক্ত না হয় সেদিকে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে সচেতন হতে হবে। সাথে সাথে যারা মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে তাদেরকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সকলকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। একই সাথে সুচিকিৎসার মাধ্যমে তাদেরকে পুনর্বাসন করতে হবে। মাদকাসক্তদের সুচিকিৎসার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের আওতাধীন ঢাকার তেজগাঁও এ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ছাড়াও চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগীয় শহরে ৩ টি নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে। এই সমস্ত নিরাময় কেন্দ্রের পাশাপাশি বেসরকারীভাবেও অনেক মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র কাজ করে যাচ্ছে। সুষ্ঠু ও সুশৃংখলভাবে মাদকাসক্তির চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কাজ পরিচালনার জন্য সরকার বেসরকারী পর্যায়ে মাদকসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৫ প্রণয়ন করেছে। এই বিধিমালার আওতায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকার কর্তৃক আরোপিত শর্তাবলী পূরণ স্বাপেক্ষে লাইসেন্স গ্রহণপূর্বক বেসরকারীভাবে মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে হবে। সরকার কর্তৃক প্রণীত এই বিধিমালা অনুসরণের মাধ্যমে বেসরকারীভাবে মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র মাদকাসক্তদের সুচিকিৎসা প্রদানের পাশাপাশি মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রমে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশিক্ষণ

United Nations Office of Drugs and Crime-Regional Office for South Asia (UNODC-ROSA) প্রকল্প RAS/H 60-"Regional Precursor Control Project for South and South West Asia" এর আওতায় গত ৬ আগস্ট ২০০৭ তারিখে ঢাকার আগারগাঁওস্থ আইডিবি ভবনে দিনব্যাপী প্রিকারসর কন্ট্রোল সংক্রান্ত বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বর্ণিত প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর মিঃ রাজিব ওয়ালিয়ার উপস্থিতিতে উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ডিএমপি, সিআইডি, র‍্যাব এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। তাছাড়া প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর মিঃ রাজিব ওয়ালিয়ার উপস্থিতিতে ৭ আগস্ট ২০০৭ তারিখ ১২.৩০ ঘটিকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক জুলাই/০৭ মাসের মামলার পরিসংখ্যানঃ

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৯২	১০২
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৪৭	৬৯
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	২৮	৪০
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৭	২১
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	৯	১০
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	৮	৮
৭	চট্রগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪৩	৪৬
৮	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	১২	১০
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৩৬	৩১
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১১	১৫
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৪	২৭
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	৭	৪
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	৪	৫
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	৩	১
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	২	২
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	২৩	২৫
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	২৯	৪১
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৮	৯
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	৮	১০
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	৫	৫
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৫৮	৬৩
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	১৯	২৩
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	১৯	২২
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৩৮	৪১
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২৫	২৭
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	১২	১২
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৮	৬
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	৯	১৩
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	৪	৫
	সর্বমোটঃ	৬০৮	৬৯৩

প্রিকারসর কেমিক্যাল আমদানি সংক্রান্ত মাসিক বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। জুলাই/০৭ মাসে বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা ও আমদানীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	আমদানির বার্ষিক কোটার পরিমাণ	জুলাই/০৭ মাসে আমদানীর পরিমাণ
টলুইন	৮,৯২৫.৭৯৯ মেঃ টন	৭১.৬০ মেঃ টন
এসিটিক এনহাইড্রাইড	১,২৫৬.৯৩৫ মেঃ টন	-
এসিটোন	৪,৪১৬.২৩১ মেঃ টন	৩৮.৪০ মেঃ টন
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৩,০০১.৪১৭ মেঃ টন	-
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	১,৭৫৭ মেঃ টন	-

আলামতভিত্তিক মামলার পরিসংখ্যান

জুলাই/০৭ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ের অপরাধ দমন অভিযান, তল্লাশী, অবৈধ মাদক উদ্ধার ও অপরাধীদের গ্রেফতারে বেশ তৎপর ছিল। জুলাই/০৭ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা ৬০৮ টি এবং আসামীর সংখ্যা ৬৪৯ জন। জুন/০৭ মাসের তুলনায় জুলাই/০৭ মাসে মামলার সংখ্যা বেড়েছে ২৪ টি এবং আসামীর সংখ্যা বেড়েছে ৪৪ জন। অধিদপ্তরের জুলাই/০৭ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাদকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	৯৯	১৩৩	৫.৮২৬২ কেজি
গাঁজা	২৪৪	২৬৮	১৭৩.৪২৩ কেজি
গাঁজা গাছ	৭	৭	১৫৬ টি
অবৈধ চোলাই মদ	১৫১	১৪৯	১৫৪৮ লিটার
বিদেশী মদ (বোতল)	৬	৫	৪১ বোতল
বিয়ার	২	২	৮০ ক্যান
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৩	৩	৯১ লিটার
ডিনেচার্ড স্পিরিট	৬	৯	৪৭৫ লিটার
ফেন্সিডিল (বোতল)	৬২	৮৫	১১৭৭ বোতল
ফেন্সিডিল (লুজ)			২০ লিটার
তাড়ী (টোডি)	৭	৫	১৮০ লিটার
পেথিডিন	১	১	১৩ এ্যাম্পুল
টি.ডি জেসিক ইঞ্জেকশন	১২	১৪	২৯৪ এ্যাম্পুল
জাওয়া			১৩৩২৫ লিটার
বনোজেসিক ইঞ্জেকশন	৪	৪	৪৪ এ্যাম্পুল
ইয়াবা ট্যাবলেট	২	৪	১৬১ টি
ঘুমের ট্যাবলেট	১	৩	৬৮৫১০ টি
সাইলেন্সার	১	১	৬ বোতল
নগদ অর্থ			৮০৪৫৫ টাকা
প্রাইভেট কার			১ টি
সিএনজি			১ টি
মোবাইল সেট			২৬ টি
মোট	৬০৮	৬৯৩	

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চলভিত্তিক ২০০৬ সালের জুলাই মাসের সাথে ২০০৭ সালের জুলাই মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলো।

ক্র/নং	অঞ্চলের নাম	জুলাই/০৬	জুলাই/০৭
১।	ঢাকা অঞ্চল	৮০,৮৫,৪৬৩	৭৪,৮৪,৫০০
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৭৩,৬৯,২৪১	৮৯,৩০,২৯৪
৩।	খুলনা অঞ্চল	১,৫৪,৯৩,৫৫৩	২,০৫,৫২,৬০৫
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৪৩,০৮,৩৬৪	৫৮,৯৬.৪০৮
	মোট	৩,৫২,৫৬,৬২১	৪,২৮,৬৩,৮০৭

আইন-আদালত

জুলাই/০৭ মাসে মোট ২৯৫ টি মামলা নিস্পত্তি হয়। এর মধ্যে সাজা প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১৭৩ টি, খালাস প্রাপ্ত মামলার সংখ্যা ১২০ টি । সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা ১৯১ জন এবং খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১৪২ জন। অন্যান্যভাবে নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ২টি। জুলাই/০৭ মাস পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ৩৫১০৩ টি। উপ-অঞ্চল ও গোয়েন্দা অঞ্চলভিত্তিক নিস্পত্তিকৃত মামলার বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	উপ-অঞ্চলের নাম	সাজপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা	জুলাই/ ০৭ পর্যন্ত অনিস্পত্তিকৃত মামলা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৬৮	৭৫	৪৬০০
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৮	৮	৩৩২৩
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	২	২	২৩২৫
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	১৬	১৬	৬০০
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১	১	৫৬৬
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	১	১	৪৬৯
৭	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	-
৮	চট্রগ্রাম মেট্রো উপ-অঞ্চল	৪	৪	২৯১৩
৯	চট্রগ্রাম উপ-অঞ্চল	-	-	৯২৩
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১	১	৫৮২
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	৩	৫	১৮২৯
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	-	-	৫৫২
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	-	-	১৬৩
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	-	-	১১
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	-	-	৬৩
১৬	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	২	৪	৪৮৪
১৭	সিলেট উপ-অঞ্চল	৭	৭	২৩৫৫
১৮	খুলনা উপ-অঞ্চল	৭	৭	৮৭৮
১৯	যশোর উপ-অঞ্চল	১	১	১১৮৬
২০	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	৩	৩	৬৪৪
২১	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	-	-	১০৫
২২	বরিশাল উপ-অঞ্চল	-	-	২৬৩
২৩	পটুয়াখালী /উপ-অঞ্চল	২	২	৮২
২৪	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	১৭	১৮	৩৮০৬
২৫	পাবনা উপ-অঞ্চল	৪	৪	১৪৭৮
২৬	বগুড়া উপ-অঞ্চল	৫	৫	১৩১২
২৭	রংপুর উপ-অঞ্চল	২	৩	১৯৩২
২৮	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	১২	১৭	১৩৬৯
২৯	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	৭	৭	২৯০
	সর্বমোটঃ	১৭৩	১৯১	৩৫১০৩

Project H 13 এর National Steering Committee'র সভা

গত ১৪ আগস্ট ২০০৭ তারিখে **UNODC-ROSA (United Nations Office on Drugs and Crime- Regional Office for South Asia)** কর্তৃক পরিচালিত প্রকল্প **RAS/H13: " Prevention of Transmission of HIV among drug users in SAARC countries"** এর বর্ণিত প্রকল্প কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে গঠিত সংশ্লিষ্ট ৪(চার) টি মন্ত্রণালয়ের এবং অন্যান্য সংস্থার প্রতিনিধি বিশিষ্ট ১৩ (তের) সদস্যের **National Steering Committee**'র একটি সভা অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। **UNODC-ROSA** প্রকল্প **RAS/ H13** এর **Phase-II** কার্যক্রম এবং ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক গ্রহণের বিকল্প হিসেবে **Oral Substitution** কার্যক্রম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা ছাড়াও বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস এর সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন তথ্যবহুল প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস বিষয়ে বর্তমানে বিরাজমান অবস্থার উপর সভায় উপস্থিত বিজ্ঞ প্রতিনিধিবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। তারা জানান যে, বাংলাদেশে মাদকাসক্তরা ইনজেকশনের মাধ্যমে কোন **Opioid** বা হেরোইন গ্রহণ করে না (ভারতের একটি বিরাট অংশ ইনজেকশনের মাধ্যমে হেরোইন গ্রহণ করে থাকে)। বাংলাদেশে প্রায় ২০,০০০ থেকে ৪০,০০০ মাদকাসক্ত আছে যারা ইনজেকশনের মাধ্যমে বিশেষতঃ বুফ্রেনরফিন শ্রেণীর টিডিজেসিক, পেথিডিন এবং নানা প্রকার এন্টিহিস্টামিন ও ডায়াজিপাম ইত্যাদি শ্রেণীর ঔষধ গ্রহন করে থাকে। এ সকল **IDUs** নিজেদের মধ্যে ব্যাপকমাত্রায় নিডল-সিরিঞ্জ, ড্রাগ এ্যাম্পুল ইত্যাদি শেয়ার করে থাকে। ফলে বাংলাদেশেও **IDU** দের মধ্যে এবং তাদের মাধ্যমে তাদের যৌনসংগীদের মধ্যে **HIV** সহ হেপাটাইটিস-সি ও বিভিন্ন যৌনরোগ বিস্তার লাভ করছে। **ICDDR,B** পরিচালিত **Serological Surveillance** এর সপ্তম রাউন্ডে (২০০৬) **IDU**দের মধ্যে **HIV** উপস্থিতির হার কেন্দ্রীয় বাংলাদেশের একটি বিশেষ এলাকায় শতকরা ৭ ভাগ পাওয়া গিয়েছে যা দ্বিতীয় রাউন্ডে ১৯৯৯–২০০০ সালে শতকরা ১.৪ ভাগ পাওয়া গিয়েছিল। উক্ত এলাকায় **HIV** উপস্থিতির মাত্রা **Concentrated epidemic** অর্থাৎ ৫% মাত্রা অতিক্রম করেছে।

অবসর গ্রহণ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন) জনাব এ, কে, এম সাইফুল ইসলাম ২৯ আগস্ট ২০০৭ তারিখে প্রাক অবসর গ্রহণ প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এলপিআর)-এ গমন করেন। জনাব এ, কে, এম সাইফুল ইসলাম ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ তারিখে সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেন এবং ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ তারিখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। চাকুরীকালে তিনি আমেরিকা, থাইল্যান্ড, ইন্ডিয়ায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। বর্ণিত ছুটি শেষে জনাব এ, কে, এম সাইফুল ইসলাম ২৯ আগস্ট ২০০৮ তারিখে সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করবেন।

শোক সংবাদ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল, গৌরীপুর সার্কেলের সিপাই মোঃ রশীদুল করিম গত ১৮ জুলাই ২০০৭ তারিখ সকাল ১০.৩০ ঘটিকায় ঢাকার উত্তরাস্থ লুবানা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ---------- রাজেউন)। জনাব মোঃ রশীদুল করিম গত ১৩ মে ২০০৭ তারিখ থেকে চিকিৎসাধীন ছিলেন। মৃত্যু কালে তাহার বয়স হয়েছিল ৪৯ বৎসর। তাহার অকাল মৃত্যুতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ গভীরভাবে মর্মাহত।

রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন নমুনার মাসিক প্রতিবেদন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিডিআর, কাস্টমস, র‍্যাব ও কোস্টগার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহৃত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর ক্যামিকেলস এর রাসায়নিক পরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করা হয়। জুলাই/০৭ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার চিত্র নিম্নরূপঃ

নমুনা প্রেরণকারী সংস্থা	মামলা সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/ স্থগিত
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর	৫৭১	৫৬৯	২	৫৭১	-
পুলিশ	৭৬৩	৭৫৯	৩	৭৬২	১
বিডিআর	২	-	১	১	১
র‍্যাব	-	-	-	-	-
সর্বমোট	১৩৩৬	১৩২	৬	১৩৩	২

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়, ১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
টেলিযোগাযোগ ঃ ৯৩৫৫৮৯৩, ৯৩৫৫৮৯৪, ৮৩১২২৪৯।